বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ 18 SEP 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১

দৈনিক
আমাদের সময়

■ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

কঠোরতা কাম্য

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে গণমাধ্যমে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবর্তে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে সারা দেশে অনুমোদিত ৯৫ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়াই চলছে। এর মধ্যে ৩৮টির উপাচার্য নেই, ৬৯টিতে নেই উপ-উপাচার্য। ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের পদ খালি।

> সার্বিক শর্ত পূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলো যেন কোনো রকম কার্যক্রম চালাতে না পারে, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কঠোরতাই কাম্য। কারণ ব্যবস্থা নিতে দেরি করা হলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর নানাভাবে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে

আইন অনুযায়ী এসব পদ তিন মাসের বেশি সময় ধরে শূন্য থাকলে প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থগিত করার কথা। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এসব পদ শূন্য রেখেই এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় চলছে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম। ইউজিসি বারবার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদগুলোয় জনবল নিয়োগের বিষয়ে তাগিদ দিলেও আমলে নিচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে নিয়ম না মানা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা করে ভর্তি বাতিল ও প্রদত্ত সার্টিফিকেট অবৈধ ঘোষণা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউজিসি। এ অবস্থায় যেসব শিক্ষার্থীর সনদে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের স্বাক্ষর রয়েছে, সেসব শিক্ষার্থীকে আবার বৈধ উপাচার্য স্বাক্ষরিত নতুন সনদ সংগ্রহ করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী কোনো না কোনো কর্মে নিয়োজিত হন। কর্মস্থল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের সনদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তাদের নানা ধরনের জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। সার্বিক শর্ত পূরণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলো যেন কোনো রকম কার্যক্রম চালাতে না পারে, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কঠোরতাই কাম্য। কারণ ব্যবস্থা নিতে দেরি করা হলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর নানাভাবে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।